ফজলুরের চিকিৎসা যুদ্ধ

মোঃ ফজলুর রহমান (৪০) একজন দরিদ্র মেকানিক্যাল মিস্ত্রি । বছর দুয়েক আগে হঠাৎকরে তার রেকটাল কার্সিনোমা (মলদ্বার কান্সার) শনাক্ত হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ।সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, এই ক্যান্সার থেকে ভালো হতে তাকে কেমো ও রেডিও থেরাপি নেয়ার পর অপারেশন করতে হবে । প্রায় ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই হাসপাতালে তার ৪ টি কেমো থেরাপি সম্পন্ন হয় । কিন্তু এরপর আর চিকিৎসা করার সামর্থ্য না থাকায় ফজলুর বেটার লিভিং ফাউন্ডেশন (BLF) এর দ্বারস্থ হয় ।

অতপর BLF এর তত্ত্বাবধানে National Institute Of Cancer Research & Hospital এ ফজলুরের চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু হয় । এখানে ফজলুরের বাকি ৩ টি কেমো থেরাপি সম্পন্ন হয় ।এরপর ফজলুরকে রেডিও থেরাপি দেয়ার পরে তার অপারেশন করা হয় ।কিন্তু এই অপারেশন সফল না হওয়ায় ৫ দিন পরে পুনরায় তার অপারেশন করতে হয় ।এই ব্যয়বহুল চিকিৎসা কার্যক্রম সমূহ BLF এর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয় ।

কিন্তু ২ বার অপারেশনের পরেও দুর্ভোগের শেষ হয়নি ফজলুরের । অপারেশনকৃত স্থানে টিউমার শনাক্ত হওয়ায় টিউমার অপসারণের জন্য পুনরায় অপারেশন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে ।যার জন্য বর্তমানে কেমো থেরাপি নিতে হচ্ছে । তার বাকি চিকিৎসা সম্পন্ন করতে এখনো প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রয়োজন । কিন্তু অসহায় ফজলুরের পক্ষে এই ব্যয়বহুল চিকিৎসা সম্পন্ন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে ।

শাম্মির সুস্থতার গল্প

শাম্মি আক্তার ময়মনসিংহের চরহাসাদিয়া গ্রামের (০৭) বছরের এক নিষ্পাপ শিশু। কিন্তু অন্যান্য স্বাভাবিক শিশুদের মতো ছিলো না তার জীবন। কারণ তার হার্টে ছিলো ছিদ্র।যার কারণে অসহ্য যন্ত্রনা বয়ে বেড়াচ্ছিলো এই শিশুটি। দীর্ঘ ২ বছর যাবৎ চিকিৎসা নিয়েও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে জরুরি ভিত্তিতে অপারেশন করার পরামর্শ দেন। এই অপারেশনের জন্য নূন্যতম ২ লক্ষ টাকার প্রয়োজন দেখা দেয় । কিন্তু শাম্মির বাবার মতো একজন দরিদ্র গাড়িচালকের পক্ষে এই ব্যয় বহন করা অসম্ভব ছিলো।

এমতাবস্থায় বেটার লিভিং ফাউন্ডেশন (BLF) তার চিকিৎসার জন্য জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের চ্যারিটেবল অপারেশন লিস্টে শাম্মিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়ে তার চিকিৎসা সম্পন্ন করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে শাম্মি সুস্থ হয়ে তার পরিবারের কাছে ফিরে গিয়েছে।